পাঠকের মতামত

কমপিউটার ভাবনা আমাদের করণীয়

'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই' অথবা দেশে 'গণ-কমপিউটারায়ন' কোনো একক বা বিচ্ছিন্ন উদ্যোগে কখনোই সাফল্য লাভ করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে নীতি-নির্ধারকগণ বা বিসিসি-র ব্যর্থতা প্রকট। আপাততঃ আশার কথা যে, এ দু'টি শ্লোগানকে বাস্তবে রূপায়িত করতে বৃহৎ বিচারে ক্ষীণ হলেও প্রথম উদ্যোগী ভূমিকা পালন করছেন দেশের কমপিউটার সচেতন ব্যক্তিবর্গ, বিশেষজ্ঞগণ, কমপিউটার সম্পর্কিত প্রথম নিয়মিত পত্রিকা কমপিউটার জগৎ এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ। এখানে সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে কমপিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আই.সি.এম.এস-এর নিয়মিত মাসিক সেমিনার অনুষ্ঠান। এসব প্রচেষ্টা মূল্যায়ন ও প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু এভাবে সাফল্য অর্জন সুদূর পরাহত হবে এবং বিলম্বের পথকে আরো সুগম করবে মাত্র।

দেশে কমপিউটার সচেতনতা সৃষ্টি এবং 'দ্রুত কমপিউটারায়ন' করার জন্য এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সকলের ঐক্যবদ্ধ, সুচিন্তিত সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ। এ প্রসঙ্গে নিম্নের প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে। (১) দেশের সকল কমপিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সমন্বয়ে একটি জোট বা এসোসিয়েশন গঠন। (২) এই কমপিউটার এসোসিয়েশনের মাধ্যমে একটি সমন্বিত 'প্রশিক্ষণ পাঠ্যসূচী' প্রণয়ন এবং সদস্য কেন্দ্রসমূহে তা যথাযথ অনুসরণ ও প্রশিক্ষণ মান নিয়ন্ত্রণ। (৩) এসোসিয়েশন নির্ধারিত যথাসম্ভব স্বল্প মূল্যে বা ফি-তে প্রশিক্ষণ প্রদান যাতে বেশী সংখ্যক লোক প্রশিক্ষণ গ্রহণে আকৃষ্ট হতে পারে। (৪) সাধারণ পত্র-পত্রিকায় কমপিউটার বিষয়ক রচনা প্রকাশ এবং টেলিভিশনে নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার। (৫) মুক্ত আলোচনা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন। (৬) দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং প্রয়োজনে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ।

আশা করা যায়, এসব উদ্যোগ যতো তাড়াতাড়ি গ্রহণ করা যাবে, ততো তাড়াতাড়ি তার সুফল আমরা ভোগ করতে পারবো। সচেতন ও দেশপ্রেমী মহলের সহযোগিতায় বাংলাদেশকে দ্রুত কমপিউটারায়ন করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদেশী বাজারের সাথে প্রতিযোগিতা করাও সম্ভব হবে। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অজ্ঞতা বা জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কারণে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপিউটার শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন বন্ধ থাকুক। বিসিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় 'কর্মহীনতার বিনিময়ে বেতন' ভোগ করুক, আমরাই গা ঝাড়া দিয়ে উঠি।

শরীফ উদ্দিন আহমদ
প্রশিনার্থী
আই, সি, এম, এস
মীরপুর, ঢাকা।

কমপিউটার জগৎকে অভিনন্দন

গত মে, ৯১-তে কমপিউটার জগৎ যখন প্রথম বের হলো তখনই এক ধরনের চমক অনুভব করেছিলাম। প্রথমতঃ এটিই বাংলা ভাষায় প্রথম কমপিউটার বিষয়ক পত্রিকা। দ্বিতীয়তঃ পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই এর গুণ-মান এবং বিষয়-বৈচিত্র সুসংই ও যথাপোযোগী ছিল, বাংলাদেশে এমন একটি পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করার জন্য কমপিউটার জগৎ-এর সাথে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কমপিউটার জগৎ তাদের প্রথম সংখ্যা থেকেই বাংলাদেশে কমপিউটারায়ন প্রসঙ্গে আন্দোলনের মত করে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করে আসছে। এই ধরণের পদক্ষেপ সত্যিই প্রশংসনীয়। তাদের সৎ ও কল্যাণমুখী প্রচেষ্টার সফলতা কামনা করছি।

কমপিউটার জগৎ-এর ষষ্ঠ সংখ্যায় 'ডাটা এন্ট্রি : কর্মসংস্থানের অফুরন্ত সুযোগ দ্বারপ্রান্তে' প্রতিবেদনটি পড়ে ভাল লাগল। আমাদের দেশে ডাটা এন্ট্রি শিল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে ব্যাপক আকারে কর্মসংস্থান এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার অভাবে এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা যাচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে গত ২২শে অক্টোবর '৯১ তারিখে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কমপিউটার জগৎ থেকে ডাটা এন্ট্রি শিল্প গড়ে তোলার উপর জোর তাগিদ দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থানের সাথে সাথে বাৎসরিক কমপক্ষে ৫শ' কোটি ডলার আয় করা যেতে পারে এই শিল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে। এমন অফুরন্ত সুযোগ ও সম্ভাবনাকে যথাশীঘ্রই কাজে লাগানোর জন্যে সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া উচিত। কমপিউটার জগৎকে এ ব্যাপারে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।

'কমপিউটার এবং জনশক্তি'— এই প্রতিবেদনটিও ভাল লেগেছে। এই ধরনের প্রতিবেদন আরও আশা করছি। "পাঠকের জিজ্ঞাসা" এবং "কমপিউটার কুইজ" বিভাগগুলো কমপিউটার ব্যবহারকারী এবং কমপিউটার শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট উপকৃত করবে। বিভিন্ন লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম এবং হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম সম্পর্কে ধারাবাহিক ভাবে আলোকপাত করা হলে অনেকেই উপকৃত হবে। এই ব্যাপারে কমপিউটার জগৎ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোহম্মদ আসিফ
ওয়ারী, ঢাকা।

বেকারত্বদূরীকরণ ও কমপিউটারের ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ

এক কথায় বর্তমান যুগকে কমপিউটার যুগ বললে খুব একটা ভুল বলা হবে না। কারণ কমপিউটারের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার বলে দিচ্ছে আগামী শতাব্দীও কমপিউটারের দখলে থাকবে। কমপিউটার ব্যবহার আজ কোথাও সীমাবদ্ধ নেই। আকাশ বলেন আর সমুদ্রের গভীরে বলেন সর্বত্রই কমপিউটার পদ্ধতির প্রয়োগ সাফল্যজনকভাবে এগিয়ে চলছে। পশ্চিম ও দূরপ্রাচ্যের শিল্পোন্নত দেশগুলোতে কমপিউটার প্রয়োগ ৮০%। কাপড় তৈরী, গাড়ী তৈরী থেকে শুরু করে বাজারে জিনিসের মূল্য তালিকাও তৈরী করছে কমপিউটার। তাই বলা যায় শিল্পোন্নত দেশগুলোর দ্রুত প্রবৃদ্ধি দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত এবং সুনিশ্চিত কর্ম ফলের অবদান হচ্ছে কমপিউটার। দ্রুত ও সুনিশ্চিত উন্নয়নের আশায় তাই তৃতীয় বিশ্বেও অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে কমপিউটারের ব্যবহার। উদাহরণ হিসাবে ভারত থাইল্যান্ড, পোল্যান্ড, নাইজেরিয়ার কথা বলা যেতে পারে। তাই আর দেরী না করে অবিলম্বে আমাদের দেশেও ব্যাপক ভিত্তিতে কমপিউটারের ব্যবহার চালু করা উচিত। অফিস আদালতে কমপিউটারের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বাড়াতে হবে। আশা করা যায় বেকার সমস্যার সমাধানে বর্তমান সরকার কমপিউটার ব্যবহারের এমন সুযোগ নষ্ট করবেন না।

মোঃ লতিফুর কবীর
ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

স্কুল কলেজে কমপিউটার চাই

বাংলাদেশে কমপিউটারের ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা নেবার সুযোগ সীমিত। কিছুদিন পূর্বে এ প্রক্রিয়া শুরু হলেও এখনো এদেশের মাটিতে কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ার তৈরী হয়নি। আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অনেকে কমপিউটারের বিভিন্ন প্যাকেজ কোর্সের অত্যধিক ফী-এর জন্য, এ ব্যাপারে আর অগ্রসর হন না।

আমি এস.এস.সি. পরীক্ষা দেয়ার পর কয়েকটি প্যাকেজ কোর্স সম্পাদন করি এবং বর্তমানে কমপিউটারের সাথে পুরোপুরি জড়িয়ে গেছি। এখন পর্যন্ত বেশ কিছু সফটওয়্যারের সাথে পরিচয় ঘটেছে এবং যতই জানছি, ততই মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত কিছুই শেখা হয়নি। বেশ কিছুদিন থেকেই শুনে আসছি স্কুল কলেজগুলোতে কমপিউটার প্রশিক্ষণ দেবার কথা, কিন্তু সেরকম কোন উদ্যোগ আজ পর্যন্ত নেয়া হয়নি তবে আমি নটরডেম কলেজের ছাত্র হিসাবে গর্ব করে বলতে পারি, সারা বাংলাদেশের মধ্যে একমাত্র আমাদের কলেজেই কমপিউটার প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব নটরডেম কলেজ ঘোষণা করেছে তারা তাদের পেশা উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেবে। এ সুযোগগুলো শুধুমাত্র নটরডেম কলেজে সীমিত হওয়ায় তা সার্বজনীনভাবে সমগ্র দেশের কল্যাণ করবে না। তাই দেশের স্কুল-কলেজে অচিরেই প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা নেয়া উচিত। এ ব্যাপারে স্বনামধন্য "কমপিউটার জগৎ" পত্রিকার মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

আনিসুর রহমান
গোপীবাগ, ঢাকা।

আরেকটু উৎকর্ষের জন্য

কমপিউটার কি? এর কাজ কি? এটি কিভাবে কাজ করে এবং দৈনন্দিন জীবনে কি কি কাজে এর ব্যবহার রয়েছে? এসব প্রশ্নের কৌতুহল মিটানো এর সাথে জড়িত না হওয়া অবধি কারো পক্ষে সম্ভব নয়। "কমপিউটার জগৎ" পড়ে সত্যিই অভিভূত হলাম। কারণ কমপিউটার সম্পর্কীয় উল্লেখযোগ্য কোন বই বা সাময়িকী আজ পর্যন্ত বাজারে নেই। এমতাবস্থায় একটি আন্তর্জাতিক মানের সাময়িকী উপহার দেয়ার জন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ। মাত্র কয়েক সংখ্যাতেই এটি পাঠকদের কৌতুহল মেটাতে অনেকদূর এগিয়েছে। তবে এর মান আরেকটু উৎকর্ষের জন্য সম সাময়িক গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর, সাক্ষাতকার, সাধারণ প্রশ্নোত্তর, বিজ্ঞান সংবাদ, দেশের প্রযুক্তি বিদ্যাজনিত সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত ইত্যাদি রাখার জন্য প্রস্তাব করছি। এবং এর পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি করাও প্রয়োজন। পরিশেষে এ প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ কামরুজ্জামান
সাগরিকা রোড, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

পাঠকের মতামত বিভাগে চিঠি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। চিঠি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখে পাঠাতে হবে। মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।